As engineers
we were going to be in
a position to change the world
not just study it

Daffodil
Polytechnic
Institute

www.dpi.ac

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আর তাই শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্যে প্রযুক্তিগত ও দক্ষতা সম্পন্ন তরুণ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে কর্মক্ষম যুব সমাজের উপর বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। কারণ তারা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু বাংলাদেশে এই যুব সমাজের জন্য তেমন কোনো মাধ্যম বা ব্যবস্থা নেই যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীল এবং সফল ভূমিকা পালন করতে পারে। আর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যুব সমাজ ও প্রাপ্তবয়স্কদের সফলভাবে প্রস্তুতের জন্য নানা ভাবে কাজ করছে যাতে তারা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে কাজ করতে সক্ষম হয়। এইসব বিষয়গুলো বর্তমান বৃত্তিমূলক শিক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে। আর তাই চাকুরীর বাজারে চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। গতানুগতিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আর্ন্তজাতিক মানের গড়ে তুলতে কাজ করছে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, ক্ষমতা, নমনীয়তা এবং কর্পোরেট বিশ্বের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করছে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। আমি আশা করি বিশ্বের মানচিত্রে শীর্ষ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর নাম থাকবে এবং তা বাস্তবায়নে আমি সর্বোত্তক চেষ্টা করব।

ড. মোঃ সবুর খান
চেয়ারম্যান

MESSAGE

সিইও

মোহাম্মদ নুরুজ্জামান
সিইও

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়ে গড়ে উঠার জন্য ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট একটি আদর্শ প্লাটফর্ম। ক্রমবর্ধমান সময়ের এই ডিজিটাল যুগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে আমরা চাকরির বাজারের চাহিদা সম্পন্ন কোর্সগুলো পরিচালনা করে আসছি। শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিতেও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

অধ্যক্ষ

কে এম হাসান রিপন
অধ্যক্ষ

প্রযুক্তির এই যুগে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের তরুনদের কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তুলতে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক কাজ করে আসছে। বিশ্বব্যাপী এখন দক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা অনুযায়ী প্রকৌশলী তৈরি করতে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক নিশ্চিত করছে সঠিক শিক্ষার মান। আধুনিক ল্যাব, ডিজিটাল ক্লাসরুম, দক্ষ শিক্ষক মন্ডলী নিয়োজিত রয়েছে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে। শুধু দক্ষ করে গড়ে তোলা নয় ডিপ্লোমা শেষে চাকুরি সহায়তা প্রদান করে থাকে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (বিএসডিআই) ড্যাফোডিল এডুকেশন নেটওয়ার্কের একটি সময় উপযোগী উদ্যোগ যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ রূপান্তরের কাজ করছে ২০০৩ সাল থেকে। বিএসডিআই বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের গতানুগতিক ধারণাকে বদলে দিয়েছে। বর্তমানে বিএসডিআই ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্পকলা অধ্যয়নের পাশাপাশি প্রফেশনাল ও নেতৃত্ব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ কর্মসূচির জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। বিএসডিআই দেশের প্রথম এবং একমাত্র পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট যা আর্ন্তজাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। বিএসডিআই বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ২০০৬ সাল থেকে নতুন অপারেটিং উইং-ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট পরিচালনা করছে। ড্যাফোডিল পলিটেকনিক বিএসডিআই-এর একটি অংশ হিসেবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বিএসডিআই বিভিন্ন শাখায় পেশাগত প্রোগাম এবং কর্মসংস্থান দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালন করে আসছে।

মিশন

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা নিশ্চিতকরণ ও প্রযুক্তিগতভাবে দেশের মানব সম্পদ বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

সমাজের চাহিদা মেটাতে উচ্চতর নৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে প্রযুক্তিগত দিক থেকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।

বাংলাদেশের টেকসই আর্থ-সামাজিক ও শিল্পো উন্নয়ন অর্জনের জন্য নীতি নির্ধারণে অবদান রাখা।

শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা এবং শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ করা। পাশাপাশি শিক্ষার মূল্যবোধ, জ্ঞান এবং দক্ষতা নিশ্চিতের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষার্থী থেকে প্রফেশনালদের কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

ভিশন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

দক্ষ ও কর্মক্ষম ডিপ্লোমা গ্র্যাজুয়েট তৈরী করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি লাভ করা এবং শিল্প ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিশ্চিতকরনসহ মানব সম্পদ বিকাশের অন্যতম মূল্যবান প্রতিষ্ঠান হিসাবে মর্যাদা লাভ করা।

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

CHRONOLOGY (Last Six Years)

২০১৭

* ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বব্যাংকের বৃত্তির চেক হস্তান্তর করেছে **STEP**।
* ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান ১৬০ টি দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়েছে যেখানে ৬০ টি দেশ থেকে অতিথিরা অংশ গ্রহণ করেছে।

২০১৮

* সম্মানিত চেয়াারম্যান জনাব ড. মোঃ সবুর খান এশিয়া প্যাসিফিক (**AUAP**) ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ২০১৯-২০ এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।
* স্কিলস কম্পিটিশনে ডিপিআই এর শিক্ষার্থীদের রিজিওনাল লেভেলে প্রথম স্থান অর্জন।

২০১৯

* ড্যাফোডিল পলিটেকনিক একমাত্র পলিটেকনিক যারা দেশে প্রথম সকল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করেছে ইন্টার্নশিপ ফেস্ট।
* শিক্ষার্থীদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানে দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতে আয়োজন করা হয় “জব ফেয়ার-২০১৯”
* দেশের প্রথম এবং একমাত্র পলিটেকনিক হিসেবে “One Student One Laptop” প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ফ্রী ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়।

২০২০

* শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টানশীপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইন্টানশীপ ফেস্ট - ২০২০ অনুষ্ঠিত।
* স্কিলস কম্পিটিশনে ডিপিআই এর শিক্ষার্থীদের রিজিওনাল লেভেলে প্রথম স্থান অর্জন।

২০২১

* ড্যাফোডিল গ্রুপ এ নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (DIET) পলিটেকনিক।
* ৮ম পর্বে শিক্ষার্থীদের ১০০% ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশীপ নিশ্চিত।

২০২২

* স্বনামধন্য ৪০ টি কোম্পানির অংশগ্রহণে **Internship Fest-২০২২** অনুষ্ঠিত।
* শিক্ষার্থীদের চাকরি ও ইন্টার্নশীপ সহায়তা প্রদানে **Holiday Inn** হোটেলের সাথে চুক্তি সাক্ষরিত।
* “One Student One Laptop” প্রকল্পের আওতায় ধারাবাহিকভাবে ৩য় বারের মতো শিক্ষার্থীদের মাঝে ফ্রী ল্যাপটপ বিতরণ।

ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার

১৫০০+
বর্তমান শিক্ষার্থী

১০
ডিপার্টমেন্ট

৪৫০০+
সফল অ্যালামনাই

৭৫+
দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক

৭৫%
গ্রাজুয়েট ইমপ্লয়েড

১০০%
প্রযুক্তিগত দক্ষতা

৪৪%
উচ্চ শিক্ষা
(দেশে ও বিদেশে)

২৫%
মেয়ে শিক্ষার্থী

২টি
আর্ন্তজাতিক পুরষ্কার

৫৪ লক্ষ
৬৮ হাজার টাকার
বাৎসরিক বৃত্তি

৮৮%
ইন্ডাস্ট্রিতে প্লেসমেন্ট হার

৮৬%
পাশের হার

১০%
শিক্ষার্থীকে
উদ্যোক্তায় পরিণত

১০০%
ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশিপ
প্লেসমেন্ট

১০০+
ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ

কেন আমরা বলছি গতানুগতিক ধারার বাইরে

আধুনিক পলিটেকনিক?

প্রযুক্তি নির্ভর এবং দক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার গড়ার লক্ষ্যে একমাত্র আমরাই দিচ্ছি

One Student One Laptop

চাকরি ও ইন্টার্নশীপ প্রাপ্তির নিশ্চয়তায়

Skill.jobs

সরকারের মাসিক উপবৃত্তি ও ফ্রী বই

আর্থিক সুবিধাসহ স্বল্পতম সময়ে উচ্চশিক্ষার নিশ্চয়তায়

Daffodil International University

বিদেশে Skill Employment এর জন্য আমাদের রয়েছে

GLOBAL RECRUITING AGENCY

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরাই প্রণয়ন করেছি

work BASED SCHOLARSHIP

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাকে ঝুঁকিমুক্ত ও নিশ্চিত করতে একমাত্র আমরাই দিচ্ছি,

Student Guardian Life insurance

শিক্ষার্থীদের জন্য একমাত্র আমরাই দিচ্ছি তরুন উদ্যোক্তা ফান্ড

BANGLADESH VENTURE CAPITAL

আর্থিক সহায়তা প্রদানে আমারা দিচ্ছি

মেধা বৃত্তি

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস:

হোটেল ম্যানেজমেন্ট বর্তমান সময়ের বিশ্বব্যাপী চাহিদা সম্পন্ন একটি পেশা। বিভিন্ন চেইন হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, এয়ারলাইন্স গুলোতে রয়েছে ক্যারিয়ারের অপার সুযোগ। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম এজেন্সি, রিসোর্ট ও মোটেলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ করার সুযোগ থাকে। দেশে এবং দেশের বাহিরে চাহিদার তুলনায় দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতার কারনে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষারত অবস্থায় পার্ট টাইম কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। আর তাই এই ডিপার্টমেন্টের কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা জীবন শেষে বেকার বসে থাকতে হয় না। যেহেতু চাহিদার তুলনায় শিক্ষার্থী কম তাই খুব কম সময় আর সহজেই একজন শিক্ষার্থী কর্মজীবনে তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন ল্যাব
- ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস ল্যাব
- ফ্রন্ট অফিস ল্যাব
- হাউজ কিপিং ল্যাব

কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস

কম্পিউটার সাইন্স হলো প্রকৌশলের একটি সম্প্রসারিত শাখা, যার মূলে রয়েছে বৈদ্যুতিক প্রকৌশল এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রই। এটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি ও মেরামত করা থেকে শুরু করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডিজাইন এবং ইনস্টল করা প্রোটোটাইপ রোবট এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস ডিজাইন এবং নির্মাণ এই বিষয় গুলো কম্পিউটার সাইন্স টেকনোলজিতে শিক্ষার্থীরা শিখে থাকে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি কোর্স সম্পন্ন করে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে প্রচুর চাকুরীর সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে সফটওয়্যার ডেভেলপার, ওয়েব ডেভেলপার, ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার সহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ আছে।

কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ল্যাবঃ

- প্রোগ্রামিং ল্যাব
- ডাটাবেসড ল্যাব
- মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাব
- হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং ল্যাব
- গ্রাফিক্স ডিজাইন ল্যাব

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন: :

গ্রাফিক্স ডিজাইন টেকনোলজি

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস

গ্রাফিক্স ডিজাইনে ক্যারিয়ারের সুযোগ সারা বিশ্বে রয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক কোম্পানিতেই গ্রাফিক্স ডিজাইনাররের প্রয়োজন রয়েছে, এছাড়াও গ্রাফিক্স ডিজাইনের দুটি দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং। সময়ের সাথে সাথে বাহিরের দেশগুলোতে আরও বেশি ফ্রিল্যান্সার এবং আউটসোর্সারের প্রয়োজন। তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ডিজাইনার খুঁজছে এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। গ্রাফিক্স ডিজাইনাররা বিভিন্ন শিরোনামের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্যারিয়ার গড়তে পারে।

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

গ্রাফিক্স ডিজাইন টেকনোলজি ল্যাবঃ

- গ্রাফিক্স ডিজাইন ল্যাব
- ভিডিও এডিটিং ল্যাব
- ফটোগ্রাফি ল্যাব
- প্রোগ্রামিং ল্যাব
- নেটওয়ার্কিং ল্যাব
- মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাব

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস

আধুনিক উন্নত সভ্য বিশ্বে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। যেখানে শিক্ষার্থীদের রয়েছে ক্যারিয়ার গড়ার বিশাল সম্ভাবনা। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের রয়েছে সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ। ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার উৎপাদন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠানে, টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি, IT,RMG,BREB, PWD,DESA,DESCO, R&H,BPDB,MES,DPDC,PGCB ও বিভিন্ন সেবামূলক খাতে কর্মের সুযোগ। এছাড়াও একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপন করে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- মেশিন ল্যাব
- পি এল সি ল্যাব
- মেজারেন্ট ল্যাব
- ড্রইং ল্যাব
- সার্কিট ল্যাব
- কম্পিউটার ল্যাব
- ইলেকট্রনিক্স ল্যাব
- কমিউনিকেশন ল্যাব

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি হচ্ছে পোশাক। অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং মূলত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি অংশ। অ্যাপেরাল ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মূল কাজ হলো কাপড়কে তার নির্দিষ্ট আকার দিয়ে প্রস্তুত করা। পোশাক শিল্পে অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং অতীব গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল শিল্পে ইঞ্জিনিয়ারদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। বর্তমানে দেশে ৫০০০ এর অধিক গার্মেন্টস এর বিভিন্ন বিভাগ যেমন: কোয়ালিটি কন্ট্রোল, কাটিং, সুইং, স্যাম্পলিং, ফেব্রিক সেকশন সমূহ ও প্যাটার্ন ডিজাইন বিভাগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন আরএমজি সেক্টরে,বায়িং হাউস ও গার্মেন্টস গুলোতে কাজের সুযোগ আছে। এই ধাপে sampling, fabric spreading, cutting, sewing, washing (if necessary), finishing. করা হয় এবং যেই complete dress আমরা পরিধান করি সেটা কাপড় থেকে পুরো ফিনিশিং প্রসেস পর্যন্ত ধাপগুলো এই গার্মেন্টস বা অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারারদেরই অবদান।

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- কাটিং ল্যাব
- মার্কার ল্যাব
- স্টিচিং ল্যাব
- চেকিং এন্ড ফিনিশিং ল্যাব

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস:

আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যার একটি গুরত্বপূর্ণ শাখা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যার মূল বিষয়বস্তু হলো পরিকল্পনা, নকশা ও কাঠামোগত কার্যনির্বাহ করা। রাস্তা, সেতু, টানেল, ভবন, বিমান বন্দর, বাঁধ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পোর্ট ইত্যাদি গণপূর্ত নকশা তত্তাবধান ও নির্মাণ কার্যক্রম সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং সুযোগ সমূহ এর অর্ন্তভূক্ত প্রকল্পের পরিকল্পনা/বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অত্যাবশ্যকীয় । একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে প্রকৌশলী জ্ঞানের পাশাপাশি প্রশাসনিক দক্ষতাও অর্জন করতে হয়। তারা নিজেদেরকে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন নির্মাণ সাইটে সাইট ইঞ্জিনিয়ার/ব্যবস্থাপকের পদে নকশা, গবেষণা, শিক্ষা ইত্যাদি পদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তাদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। LGED,PWD,R&H,BR,BBA,WDB WASA,MESEED,DESCO,DPDC, BADC,Bangladesh Airlinse, Telecom Industy সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি আবাসন ও উন্নয়ন প্রকল্পে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে দেশে ও বিদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- কন্সট্রাকশন ল্যাব
- সার্ভেয়িং ল্যাব
- হাইড্রোলিক্স ল্যাব
- কম্পিউটার ল্যাব
- জিওটেকনিক্যাল ল্যাব

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস:

আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যার একটি আধুনিকতম শাখা আর্কিটেকচার, যার মূল বিষয়বস্তু হল নকশা ও কাঠামোগত ডিজাইন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অবকাঠামোগত ডিজাইন করা। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গণপূর্ত নকশা তত্ত্বাবধান ও নির্মাণ কার্যক্রম সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং সুযোগ সমূহ এর অর্ন্তভূক্ত। বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে / সাইট আর্কিটেক্ট / ইন্টেরিয়র ডিজাইনার পদে নকশা, গবেষণা, শিক্ষা ইত্যাদি পদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এছাড়াও স্বাধীন পরামর্শদাতা হিসেবে তাদের কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি আবাসন ও উন্নয়ন প্রকল্পে উপ-সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে দেশে ও বিদেশে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারদের রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- ড্রইং ল্যাব
- কন্সট্রাকশন ল্যাব
- সার্ভেয়িং ল্যাব
- কম্পিউটার ল্যাব

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস:

দেশে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল শিল্পে ইঞ্জিনিয়ারদের রয়েছে বিশাল চাহিদা। আরএমজি সেক্টরে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বায়িং হাউসে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে কাজ করছেন। মূলত একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারকে যে কোন ছোট-বড় টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রির পণ্য উৎপাদন কার্যক্রমের প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন কম্পোজিট শিল্প, স্পিনিং, উইভিং সহ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করে থাকেন। সেই সাথে বিভিন্ন ব্যাংক এবং শিল্পঋণ বিতরণ সংস্থার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ রয়েছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব
- ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব
- ওয়েট প্রসেসিং ল্যাব
- টেস্টিং ল্যাব
- ফিনিশিং ল্যাব
- গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর শাখাসমূহঃ

ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং

একটা পোশাক এর মূল উপাদান হল সুতা এবং এই ধাপে প্রধানত কিভাবে ভাল এবং কোয়ালিটিফুল সুতা প্রসেস করে একটি ফ্যাশনেবল পোশাক বা যে কোন ধরনের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে বিশদ কাজ করা হয়। একে বলা হয় মাদার অফ টেক্সটাইলস। ইয়ার্ন ছাড়া টেক্সটাইল এর অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। বাংলাদেশে প্রায় ৩২০ এর মত স্পিনিং মিল রয়েছে। যেখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের লুফে নেবার জন্য কোম্পানিগুলো মুখিয়ে থাকে। ইয়ান থেকে পড়াশুনা করে একজন শিক্ষার্থী চাইলে ডাইং, নিটিং, ফিনিশিং ও অন্যান্য সব সেক্টরেই চাকরি করতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং

সুতা থেকে কাপড় তৈরির কাজ করা এবং বেশ কিছু জটিল ধাপ অতিক্রম করে একটি কোয়ালিটিফুল কাপড় উৎপাদন করাই এই ধাপের উদ্দেশ্য। এটা বেশ মজার সাবজেক্ট। এটাকেও পিওর ইঞ্জিনিয়াারিং বলা হয়। এখানে দুইটা ভাগ আছে Knitting & weaving.

ওয়েট প্রসেসিং

কাপড়কে পছন্দনীয় রং দেয়া এবং অত্যন্ত নিখুতভাবে কাজটি করা হয় যেন কাপড় এর সাথে রঙ এর যে মিশেল সেটা অত্যন্ত টেকসই এবং গুনসম্পন্ন হয়। এই ধাপ মূলত রাসায়নিক প্রযুক্তি নির্ভর বলে এটাকে অনেকে টেক্সটাইল কেমিস্ট্রি বলেও আক্ষায়িত করেন। সরকারী বিভিন্ন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের সুযোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের স্থাপিত টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতেও কাজের সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ প্রদানকারী সংস্থা সমূহের শিল্পঋণ বিতরণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ রয়েছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের। একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার শিল্পকারখানায়, শিক্ষকতায়, ট্রেড ও কমার্সে, মান নিয়ন্ত্রণে, মন্ত্রণালয়ে, করপোরেশন ও তাঁত-বোর্ডে, এনজিও এবং কাস্টমসে কাজের সুযোগ পাচ্ছে।

টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বিশাল জোয়ারে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কে ধরা হয় সম্ভাবনাময় খাতের মধ্যে অন্যতম। গত ১০ বছরে বিশ্বজুড়ে ছিলো সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারিত খাত এবং আশা করা যায় আগামী কয়েক দশকেও অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। একজন টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন - BTCL, BTRC, Bangladesh Railway, Radar Station, Satellite Earth Station, IT Sector (BASIS) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে Sub-Assistant Engineer হিসেবে এবং Jr. Instructor হিসেবে সকল সরকারি ও বেসরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। এছাড়া যে কোনো private প্রতিষ্ঠানে IT Engineer, Software Developer, Broadcast Engineer(TV Channel), Network Engineer (ISP company), System Engineer, Assistant Telecom Engineer হিসেবে কাজের সুবিধাও রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একটি Knowldge Based Society হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন খাতকে। এখন রয়েছে নিজস্ব স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট"।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব

- ইলেকট্রনিক্স ল্যাব
- মাইক্রোওয়েভ ল্যাব
- কম্পিউটার ল্যাব
- নেটওর্য়াকিং ল্যাব
- কমিউনিকেশন ল্যাব

বিস্তারিত জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন :

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি

ক্যারিয়ার প্রসপেক্টাস

হাটি হাটি পা করে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্ব উন্নতির শীর্ষে চলে যাচ্ছে, প্রযুক্তির ছোঁয়া প্রতিটি ঘরে প্রতিটি ব্যক্তির দ্বারে পৌছে গেছে যার প্রধান অবদান ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রতিটি সেক্টর উন্নত এবং সহজ করার পিছনে এই ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া যে কোন সেক্টর এর উন্নতি ভাবাটা খুবই দুষ্কর তাই ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের ক্যারিয়ার গড়ার সম্ভাবনাময় জায়গাটা হচ্ছে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব, তাই একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার এর কাজ করার সুযোগ রয়েছে দেশে ও বিদেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেমন বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, সেনাবাহিনী বাংলাদেশ টেলিভিশন ,বাংলাদেশ রেডিও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়/ বেসরকারি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি, এলজি, সনি, ওয়ালটন, স্কয়ার, বেক্সিমকো, স্যামসাং, রহিমাফরুজ, শাওমি, ট্রান্সটেক ইত্যাদি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেমন পল্লী বিদ্যুৎ, ডিপিডিসি, ডেসকো, নেস্কো, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট, ইত্যাদি।

ডিপার্টমেন্ট ল্যাব সমূহ

- ইলেকট্রনিক্স র্সাকিট এন্ড ডিভাইস ল্যাব
- ইলেকট্রিক্যাল র্সাকিট ল্যাব
- পিএলসি এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার ল্যাব
- কম্পিউটার ল্যাব
- ড্রইং ল্যাব
- ইলেকট্রনিক্স মেজারিং ল্যাব
- ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ল্যাব

Extra Curricular Activities

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম বা Extra Curricular Activities লেখাপড়ার একটি অন্যতম অংশ। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও তার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অধ্যায়নরত অবস্থায় এই শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত করে।

ডিপিআই শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পাশাপাশি মেধা বিকাশে তথা শিক্ষামূলক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রাখার লক্ষ্যে শির্ক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন ক্লাবসমূহের মাধ্যমে এ সকল কার্যাবলি পরিচালিত করে থাকে।

হোস্টেল সুবিধা

ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ধানমন্ডিতে ক্যাম্পাসের নিকর্টেই পৃথক হোস্টেল সুবিধা। ধানমন্ডিতে অবস্থিত ভবনে রয়েছে স্বাস্থ্যকর খাদ্য, সুপ্রশস্থ, সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত কক্ষ ও পড়াশোনার জন্য মনোরম পরিবেশ। প্রতিটিশিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ে Student Affairs অফিসে যোগাযোগ করে হোস্টেলে সিট বরাদ্দ করতে হয়। মোবাইল নং: ০১৭১৩৪৯৩২৪৬

ফ্রি ল্যাপটপ

প্রযুক্তি নির্ভর চাকরি বাজারের জন্য তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার গড়ার লক্ষ্যে দেশের সকল পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র আমাদের আছে One student One laptop।

ট্রান্সপোর্ট সুবিধা

ড্যাফোডিল পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ক্যাম্পাসে নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট সুবিধা। নির্ধারিত সুপারভাইজার এর সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে।

Job Placement Cell

শিক্ষার্থীদের ইর্ন্টানশিপ ও চাকরি নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে Job Placement Cell। দেশের স্বনামধন্য গুলোতে শিক্ষার্থীদের চাকরী ও ৮ম পর্বের ইন্টানর্শীপ নিশ্চিত করতে Job Placement Cell কাজ করে আসছে।

Inclusive Learning Cell

করোনাকালীন সময়ে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠা করেছে নিজস্ব লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। Inclusive Learning Cell যেটি ড্যাফোডিল পলিটেকনিকের নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ কোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ ক্লাস,কোর্স,কুইজ,মিডর্টাম পরীক্ষাসহ সম্পূর্ণ কোর্স মডিউল ম্যানেজ করে থাকেন।

Entrepreneurship Development cell

শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে তাদের উৎসাহিত করা এবং সফল উদ্যোক্তা তৈরী করতে একমাত্র আমাদের রয়েছে Entrepreneurship Development cell।

ভর্তির নীতিমালা

বোর্ড নির্ধারিত আবেদন পত্র, তথ্যবিবরণী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও এসএসসি / সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র / ট্রান্সক্রিপ্ট, অভিভাবক এর এনআইডি'র কপি এবং নির্ধারিত ফি অফিসে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত আসনে শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের ভর্তি করা হবে।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি

কারিগরি শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করনে সকল মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট নির্দিষ্ট টেকনোলজিতে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

সরকারি উপবৃত্তি

ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা - প্রতি মাসে ৫০০ টাকা ও প্রতি সেমিস্টারের বই বাবদ ১০০০ টাকা, সর্বমোট ৪ বছরে ৩২০০ টাকা বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।

ফি প্রদানের নির্দেশিকা

প্রতিমাসের ১-৭ তারিখের মধ্যে মাসিক বেতনাদি ও সেমিষ্টারের শুরুতে অফিস কতৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেমিষ্টার ফি অত্র প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে/শাখায় প্রদান করতে হয়। এছাড়াও অন্যান্য ফি সমূহ নির্ধারিত সময়ে বোর্ড/ প্রতিষ্ঠান কতৃক নির্ধারিত সময়ে ব্যাংক হিসাবের পাশাপাশি বিকাশ, নগদ - এর মাধ্যমে প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি ফি প্রদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একাডেমিক নোটিশের পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীকে এসএমএস, ই-মেইল-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়ে থাকে।

আর্থিক সহায়তা

দরিদ্র কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ **Financial Aid** স্কলারশীপ সুবিধা আছে। যার ফলে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে পারে। **Financial Aid Comittee** বিবেচনায় বিশেষ বৃত্তির জন্য যোগ্য শিক্ষার্থীকে বাছাই ও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নূন্যতম ও ক্লাস পারফমেন্স এর উপর নির্ভর করে ১০% - ১০০% পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিশেষ কোর্স

ড্যাফোডিল ফ্যামিলির অন্যতম একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। গতানুগতিক ধারার বাহিরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের বর্তমান প্রতিযোগীতার বাজারে নিজেদের অবস্থান তৈরি করার জন্য ব্যতিক্রম ধারার শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর তত্ত্বাবধানে তিনটি কোর্স পরিচালনা করে। কোর্স তিনটি হলোঃ

আর্ট অব লিভিংঃ পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমাদের সবার কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য, নীতি-নৈতিকতা মেনে চলা উচিত। যা পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিদ্যমান। ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ডিআইইউ, এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই ভিন্নধর্মী কোর্সটি পরিচালনা করে থাকে, যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তার এ সকল দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এগুলো পালনে উদ্বুদ্ধ হয়।

ইংরেজিঃ বর্তমানে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইংরেজির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর এই লক্ষ্যে সিলেবাসের সীমাবদ্ধ ইংরেজি ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের ষষ্ঠ পর্বে বাধ্যতা মূলক ভাবে প্রফেশনাল ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হয়, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সর্বশেষ কোর্সটি হচ্ছে এমপ্লয়বিলিটি স্কিলসঃ প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে টিকে থাকতে হলে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। অনেক প্রতিযোগীর মধ্যে নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থাপন করার জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এই কোর্সটি। যা শিক্ষার্থীদের খুব সহজেই চাকরির প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। এ তিনটি কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হলে (৩×৩=৯) ওয়েভার পাবে, যা উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ও সময় উভয়ই কমায়।

শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ৪ বছর মেয়াদী মোট ৮ টি সেমিষ্টারে সম্পন্ন হয়। প্রতি সেমিষ্টার ৬ মাস মেয়াদী। প্রতি ৬ মাস অন্তর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণে সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-টার্ম পরীক্ষা, নিয়মিত ক্লাস টেস্ট,কুইজ টেস্ট ও ক্লাস উপস্থিতি ৮০ ভাগ অংশগ্রহন করতে হবে। সাফল্যের সাথে শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীগণ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সনদপত্র লাভ করে।

নিজস্ব LMS

লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Learning Management System LMS) ঃ করোনাকালীন সময়ে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক শুরু করেছে নিজস্ব লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। College.ac যেটি ড্যাফোডিল পলিটেকনিকের নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ কোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ ক্লাস ম্যানেজমেন্ট, কোর্স আপলোড, কনটেন্ট ডেভেলপ, কুইজ, মিডটার্ম পরীক্ষাসহ সম্পূর্ণ কোর্স মডিউল ম্যানেজ করে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থী একই প্লাটফর্ম থেকে সকল কোর্স করতে পারে,পাশাপাশি রেকর্ডেড ক্লাসগুলো পূর্বে ও পরবর্তীতে দেখে নিতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ ভার্চুয়ালী লাইভ ক্লাস নিশ্চিত করে থাকেন।

অনলাইন ক্লাস

করোনা মহামারীতে বাধা গ্রস্থ হয়েছে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হয়ে পড়েছিল হতাশাগ্রস্থ,কিন্তু ড্যাফোডিল পলিটেকনিকের শিক্ষাকার্যক্রম ছিলো নিয়মিত। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রক্ষায় ড্যাফোডিল পলিটেকনিক পরিচালনা করেছে নিজস্ব অনলাইন পোর্টালেই নিয়মিত অনলাইন ক্লাস। রুটিন অনুযায়ী সকল ক্লাস পরিচালিত হয়েছে এবং লকডাউনে আমরা নিশ্চিত করেছি ৯৩৭৬ এর অধিক সফল অনলাইন ক্লাস।

নিজস্ব পেমেন্ট গেটওয়ে "ওয়ান কার্ড"

শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি প্রদানের সিস্টেমকে আরো সহজ করতে এই লকডাউনে চালু করা হয়েছে নিজস্ব পেমেন্ট গেটওয়ে ওয়ান কার্ড পেমেন্ট সুবিধা। যার ফলে একজন শিক্ষার্থী দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় তার ফি প্রদান করতে পারে।

অনলাইন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ইভালুয়েশন

করোনাকালীন সময়ের ক্লাস এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক সফলভাবে পরিচালনা করছে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক। সকল কিছু অনলাইন ভিত্তিক হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস উপস্থিতি, তাদের অবস্থান সরাসরি মনিটরিং করা এবং এর পাশাপাশি শিক্ষকদেরও ক্লাস এবং অন্যান্য পারফর্মেন্স সরাসরি এবং নিয়মিত মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন করা হয়েছে নিয়মিতভাবে।

অনলাইন এটেনডেন্স

লকডাউনে অনলাইন ক্লাসেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিলো উল্লেখ্যযোগ্য। ড্যাফোডিল পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে আগ্রহী থাকার পাশাপাশি ক্লাসে উপস্থিতির হার ছিল ৮৭%।

অনলাইন জব ফেয়ার

শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা সম্পন্ন শেষে চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে প্রতি বছর ড্যাফোডিল পলিটেকনিক জব ফেয়ারের আয়োজন করে থাকে। লকডাউনেও ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ধরে রেখেছে এই ধারাবাহিকতা, প্রথম বারের মত আয়োজন করা হয়েছে অনলাইন-"জব ফেয়ার" যেখানে দেশের বিভিন্ন কোম্পানী এবং জব প্রার্থীরা অনলাইন প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে সফলভাবে সম্পন্ন করে জব-ফেয়ার।

অনলাইন ভিত্তিক কো-কারিকুলার কার্যক্রম

পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা লকডাউনেও অনলাইন প্লাটফর্মে অংশগ্রহন করেছে বিভিন্ন কো-কারিকুলার কার্যক্রমে। শিক্ষাথীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আয়োজোন করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ক্যারিয়ার ভিত্তিক, ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক,অনলাইন ওর্য়াকশপ, সেমিনার ও কম্পিটিশন। এছাড়াও অনলাইন ভিত্তিক ছিলো উৎসব উৎযাপন।

অনলাইন এডমিশন

করোনাকালীন লকডাউনে স্বাস্থ্য ঝুকির কারনের ক্যাম্পাস সমুহে সরাসরি ভর্তি বন্ধ থাকায় ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক লকডাউনের শুরু থেকেই অনলাইনে চালু রেখেছে নিয়মিত ভর্তি কার্যক্রম। এরই মাধ্যমে ড্যাফোডিল পলিটেকনিকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিক নিশ্চিত করে প্রতি বছরের মতই ধরে রেখেছে ভর্তির হার।

ভার্চুয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট

দেশে প্রথমবারের মতো করোনাকালীন সময়ে ড্যাফোডিল পলিটেকনিক পরিচালনা করেছিলো ভার্চুয়াল ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সেমিস্টার ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতেই এই আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার গৃহে অবস্থান করে অনলাইন লাইভ ক্লাসে জয়েন করেন এবং একজন শিক্ষক সরাসরি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে সেই লাইভ ক্লাসটি পরিচালনা করেন ও ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ব্যবহার সরাসরি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।

অনলাইন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ড্যাফোডিল পলিটেকনিকে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহীদের সরাসরি অনলাইনে লাইভ চ্যাট, ভিডিও কলিং, হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সুবিধা সেবা দিয়েছে ড্যাফোডিল পলিটেকনিকে।

প্রধান ক্যাম্পাস

বাড়ি ২বি, রোড ১২
মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা

একাডেমিক ভবন ১

১০৪/১ শুক্রাবাদ,
মিরপুর রোড, ঢাকা

একাডেমিক ভবন ২

১৬৫, কলাবাগান,
মিরপুর রোড, ঢাকা

01713493246
01713493243

9103901
58151087

info@dpi.ac

www.dpi.ac

Location & Contact:

Visit Our Virtual Campus: